তারিখ ১৮ AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সমকাল

কৃষিশিক্ষা ও গবেষণায় অগ্রণী

প্রফেসর ড. মো. আলী আকবর

বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রত্যয়ে দেশকে একটা শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ধারণা সামনে রেখে ১৯৬১ সালের ১৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষিশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। গত ৫৫ বছরের অগ্রযাত্রায় আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা পদ্ধতি, উচ্চতর ও লাগসই কৃষি গবেষণার মাধ্যমে জাতির হৃদয়ে আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়।

বাকৃবি এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার দক্ষ কৃষিবিদ তৈরি করেছে। এ যাবৎ জাপান, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, ইরান, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত, শ্রীলংকা ও নেপাল থেকে পড়াশোনা করতে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১১৭। তা ছাড়াও বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নোবেল লরিয়েট কৃষিবিজ্ঞানী ড. নরম্যান ই. বোরলগকে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

এখানে ছয়টি অনুষদের আওতায় ৪৩টি শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। আট সিমেস্টারে বিন্যস্ত ৪ বছর মেয়াদি কোর্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে ডিভিএম, বিএসসি এজি (অনার্স), বিএসসি এএইচ (অনার্স), বিএসসি এজি ইকন. (অনার্স), বিএসসি এগ্রি.ইঞ্জি., বিএসসি ফুড ইঞ্জি. এবং বিএসসি ফিশারিজ (অনার্স) ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ভেটেরিনারি অনুষদের ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি দুই সিমেস্টার ও পশুপালন অনুষদের ইন্টার্নশিপ এক সিমেস্টারে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।

১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩২ একর জায়গা নিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফল সংগ্রহশালা বাকৃবি জার্মপ্লাজম সেন্টারটি এখন পর্যন্ত শত শত দেশি-বিদেশি ফলের বাণিজ্যিক জাত উদ্ভাবন করে দেশের পুষ্টি ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে আসছে। পশুসম্পদ বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির মধ্যে মোরগ-মুরগির রানিক্ষেত রোগ ও ফাউল পক্সের প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন; হাঁসের প্লেগ ভ্যাকসিন ও হাঁস-মুরগির ফাউল কলেরার ভ্যাকসিন তৈরি; হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্য তৈরি, কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সিমেন সংরক্ষণ; ছাগলের কৃত্রিম প্রজননের কলাকৌশল; গবাদিপশু উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন বৃদ্ধিতে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক; কোয়েল পাখির নতুন উপজাত উদ্ভাবন উল্লেখযোগ্য।

মাৎস্যবিজ্ঞান প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়েছে বাকৃবিতে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা। এর মধ্যে গাঙ মাগুরের কৃত্রিম প্রজনন, একই সঙ্গে সবজি ও মাছের চাষ, (অ্যাকুয়াফনিক্স ও অ্যাকুয়াজিওফনিক্স), ক্ষত রোগের প্রতিকার নির্ণয়; মাগুর, শিং, তারা বাইম, গুচি বাইম ও বাটা মাছের কৃত্রিম প্রজননসহ ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতি; দেশি পাঙ্গাশের কৃত্রিম প্রজনন; পেরিফাইটন পদ্ধতিতে মাছ চাষ, কুঁচিয়া মাছের প্রধান প্রজনন সময়কাল নির্ণয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দেশমাতৃকার জন্যও অবদান কম নয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হারায় তার ১৯ জন বীর সন্তানকে। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শহীদ ছাত্র মুক্তিযোদ্ধার নামে তিনটি হলের নামকরণ করা হয়– শহীদ শামসুল হক হল, শহীদ নাজমুল আহসান হল এবং শহীদ জামাল হোসেন হল।

বাংলাদেশের একক প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা হিসেবে ক্যাম্পাসের ভেতর আছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)সহ অনেক কিছু।

সত্তরের দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। তার পরও দেশে ছিল প্রচণ্ড খাদ্যাভাব, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ। এসব কারণে মারা গেছে অসংখ্য মানুষ। ২০১৫ সালে জনসংখ্যা ১৬ কোটির কোঠায় পৌঁছলেও বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে। আর দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় বাকৃবির অবদান অনস্বীকার্য। দেশে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলেও এটিই বাংলাদেশে উচ্চতর কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ও সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাকৃবি তার ৫৫ বছরের গৌরবময় ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবে– আজকের দিনে এ আমার স্থির প্রতীতি।

ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়